গাংনীতে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

ইসলামী ব্যাংকসহ দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ অঞ্চলের একচ্ছত্র নিয়োগ বাতিল করে অবিলম্বে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ইসলামী ব্যাংকের গাংনী শাখার সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে বৈষম্যমুক্ত চাকরি প্রত্যাশী পরিষদ।

হাফেজ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন আলামিন হোসেন, আবু সায়েম, রোমান মল্লিক, সিহাব হোসেন, মাহবুব রহমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের এস আলম গ্রুপ ইসলামী ব্যাংকসহ দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ওই এলাকার হাজারো মানুষকে নিয়োগ দিয়েছে যাদের অনেকেরই একাডেমিক যোগ্যতা নেই। অবিলম্বে এসব নিয়োগ বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে হবে।

মানববন্ধনে বিপুল সংখ্যক চাকরি প্রত্যাশী যুবক অংশ নেন।

গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসক ফারুকের বিরুদ্ধে অন্তহীন অভিযোগ

দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে অন্তহীন অভিযোগ তুলেছেন রোগী ও তার স্বজনরা। তবে অদৃশ্য কারণে এসব অভিযোগের

প্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থা নেয়নি সংশ্লিষ্টরা।

ইতোপূর্বে মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে ডাঃ ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে টেস্ট বাণিজ্য, রোগী ও তার স্বজনদের সাথে দুর্ব্যবহার সহ নানান বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের পর তদন্ত কমিটি গঠন করে স্বাস্থ্য বিভাগ। কিন্তু ৩ সদস্য বিশিষ্ট সেই তদন্ত কমিটিতে থাকা ব্যক্তিরা অভিযোগকারী না পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছিলেন।

তবে ডাঃ ফারুক হোসেন ভবিষ্যতে আর কখনো এমন কাজ করবেন না সেটিও উল্লেখ ছিল ওই তদন্ত প্রতিবেদনে। কিন্তু সেই তদন্তের কয়েক মাস না ঘুরতে আবারো তার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ উঠেছে। বেশ কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ডাঃ ফারুক হোসেন এর বিরুদ্ধে তার পছন্দের মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে টেস্ট করে না নেওয়াই রোগীর সাথে দুর্ব্যবহার, প্রেসক্রিপশন ছিড়ে ফেলা, ভুল চিকিৎসা দেওয়া, চেম্বারের মধ্যে ধূমপান করা সহ নানান বিষয়ে অভিযোগ তুলেন ভুক্তভোগীরা।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে এসে আদিল নামের এক শিশু রোগীর অভিভাবকের সঙ্গে অমানবিক আচরণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ করেছেন আদিলের মা ইসমোতারা। ইসমোতারা তার অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়েছিলেন।

অভিযোগে জানা যায়, গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে অভিযোগকারী তাঁর ছেলে আদিলকে নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আউটডোর বিভাগে যান। সেখানে তিনি নির্ধারিত ফি দিয়ে টিকিট কেটে ডা. ফারুক হোসেনের চেম্বারে প্রবেশ করেন। চিকিৎসক কিছু পরীক্ষা- নিরীক্ষার পরামর্শ দেন এবং জানান, নির্দিষ্ট একটি স্থান মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু অভিযোগকারী তাঁর পরিচিত রবি ক্লিনিকে পরীক্ষাগুলো করান এবং রিপোর্ট নিয়ে চিকিৎসকের কাছে ফেরত আসেন।

ভুক্তভোগীর অভিযোগ, রিপোর্ট হাতে নিয়ে ডা. ফারুক হোসেন বলেন, “আমি যেখানে যেতে বলেছি সেখানে না গিয়ে দালালদের পাল্লায় পড়ে রবি ক্লিনিকে পরীক্ষা করালে কেন?” এরপর চিকিৎসক ক্ষিপ্ত হয়ে রোগীর আউটডোর টিকিট ছিঁড়ে ফেলেন।
তিনি অভিযোগে আরও বলেন, “আমি মানসিকভাবে ভীষণ কষ্ট পেয়েছি। একজন সরকারি চিকিৎসকের কাছ থেকে এমন আচরণ । ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনার

পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে জন্যই আমি এই অভিযোগ করেছি।”

গতকাল রবিবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপস্থিত হয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নওপাড়া গ্রামের ইসমোতারা উপরোক্ত লিখিত অভিযোগ করেন।

এছাড়াও অসংখ্য ভুক্তভোগী অভিযোগ করেন, ডাঃ ফারুক হোসেন মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অবসরে চেম্বার করেন। গাঙ্গে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডিউটির সময় তিনি সকল রোগীকে মোল্লা ডায়াগনস্টিকে টেস্ট করতে যেতে বলেন। মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে টেস্ট না করলেই তিনি রোগীদের সাথে দুরব্যবহার ও অমানবিক আচরণ করেন। অনেকেই বলেন মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে তিনি একটি মোটা অংকের টেস্ট বাণিজ্য করেন। সেজন্যই তিনি এমন আচরণ করেন রোগী ও তার স্বজনদের সাথে।

অভিযোগের বিষয়ে ডাক্তার ফারুক হোসেন বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছি। আমার বিরুদ্ধে কেউ কেউ মিথ্যা প্রোপাগান্ডা শুরু করেছে। আমি সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহ আল আজিজ বলেন “লিখিত অভিযোগ পেয়ে ইতোমধ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ধর্ষণ মামলার আসামিসহ গ্রেফতার ৯

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রবাসীর স্ত্রী ধর্ষণ মামলার এক আসামিসহ মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে জুয়া আইনের ৬ জন ও মাদক আইনের ২ জন আসামি রয়েছে।

এ সময় জুয়াড়িদের কাছ থেকে ৫৪ হাজার টাকা, হেরোইন ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

শনিবার দিবাগত রাতে থেকে রবিবার (৫ অক্টোবর) ভোর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল রবিবার দুপুরে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, ধর্ষণ মামলার আসামি গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের ওহাব শাহের ছেলে জামাল উদ্দিন। জুয়া আইনের মামলায় গ্রেফতাররা হলেন সাহারবাটি গ্রামের আইনাল মালিথার ছেলে জিহান (৩০), আব্দুল হালিমের ছেলে মাসুদুর রহমান (৩৫), মৃত উসমান কারিগরের ছেলে ইমাদুল ইসলাম (৪৫), মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে মফিজুর রহমান (৪৫), মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে আসাদুল হক (৩৬) এবং সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের মৃত আবুল কাশেমের ছেলে বাবুল হোসেন।

এছাড়া মাদক মামলার আসামি হিসেবে গ্রেফতার হয়েছেন কাজিপুর গ্রামের মঙ্গল আলীর ছেলে জুনায়েদ হোসেন (২৩) এবং নিশিপুর গ্রামের মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে মাসুদ রানা।

মাদক কারবারি মাসুদের কাছ থেকে একশ গ্রাম হেরোইন ও জুনায়েদের কাছ থেকে ১০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়েছে।

এদের মধ্যে ধর্ষণ মামলার আসামি জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা নং ০৮, তারিখ ০৫/১০/২৫ ইং দায়ের করা হয়েছে। জুয়াড়িদের বিরুদ্ধে মামলা নং ০৯, তারিখ ০৫/১০/২৫ ইং, ধারা ১৮৬৭ সালের জুয়া আইনের ৩ ও ৪ অনুযায়ী করা হয়েছে।
এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে আসামিদের আদালতে হাজির করলে আদালত তাদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গাংনীতে সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে প্রশাসনকে আল্টিমেটাম

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপির) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ বলেছেন, অনিতিবিলম্বে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে সকল ধরণের অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। ২০২৩ সালের মার্চে সরকার মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের দু পাশে অবৈধ স্থাপনা ভাঙ্গার কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যক্তির কলকাঠি নাড়ানোর কারনে কয়েকটি দোকান ভাঙ্গার পর উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। গাংনী থেকে কুষ্টিয়াগামী রাস্তার বাম পাশের একটি বড় সংখ্যক অবৈধ স্থাপনা এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোন কারনে সেগুলো এখনো অপসারণ করা হয়নি প্রশাসনের কাছে সে প্রশ্ন করেন তিনি।

প্রশাসনকে তিনদিনের আল্টিমেটাম দিয়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরে রাস্তা নির্মাণ সম্পূর্ণ করার দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে একথা বলেন তিনি।

আজ শনিবার বিকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকৌশলী রাশিদুল ইসলাম বোরহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক ও সহকারী এ্যাট্রনি জেনারেল আ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, গাংনী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা রুহুল আমিন, এনসিপির জেলা সংগঠক মোজাহিদুল ইসলাম, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরোয়ার হোসেন, জামাল উদ্দিন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাকিল আহমাদ আরও বলেন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের অবৈধ স্থাপনা না ভাঙ্গার জন্য কারা কারা কত টাকা লেনদেন করেছেন সে বিষয়ে আমাদের কাছে তথ্য

রয়েছে। অবৈধ স্থাপনা কেনো ভাঙ্গা হয়নি জনগণের কাছে তার জবাবদিহিতা করতে হবে। জবাবদিহিতা না করলে কার কাছে কত টাকা খেয়েছেন কারা কারা খেয়েছেন সেটাও প্রকাশ করা হবে। সেদিন পালাতে হবে।

রাস্তার দুপাশে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ না করা প্রসঙ্গে সাকিল আহামদ বলেন, আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে বিভিন্ন সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক দলের নেতারা অবৈধ স্থাপন উচ্ছেদ অভিযানন বন্ধের সাথে জড়িত।

সাকিল আহমাদ বলেন, বাংলাদেশের যতগুলো বড় রাস্তা বাস্তবায়ন হচ্ছে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ তার মধ্যে একটি। রাস্তাটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেলেও গাংনী উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় এক শ মিটার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। যার কারণে, প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ রাস্তাটিতে চলতে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তিনি বলেন, রাস্তা নির্মাণের কাজ আটকে থাকলে এই ঠিকাদার কাজটি করতে পারবেনা। পরে ২/৪ বছর এই রাস্তার কাজ করা সম্ভব হবেনা। ফলে এলাকার মানুষের দূর্ভোগ আরও বাড়বে।

তিনি সড়ক বিভাগকে আল্টিমেটাম দিয়ে বলেন, আগামীকাল থেকে এই রাস্তার কাজ শুরু হয়ে শেষ হতে হবে। এই রাস্তা নির্মাণের মুল সমস্যা তৈরী হয়েছে ইন্টারসেকশন নিয়ে। এই ইন্টারসেকশনের সমাধানও আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে হতে হবে।

তিনি জেলা প্রশাসক ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ করেন ঠিকাদারকে তাগাদা দিয়ে রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য। রাস্তা নির্মাণ কাজ কেউ বাঁধা দিলে জনগনকে সাথে নিয়ে লাঠি নিয়ে দাাঁড়িয়ে থাকা হবে।

তিনি বলেন, কেউ অর্থনৈতিক বা অন্যকোনো সুবিধা নেওয়ার জন্য রাস্তা নির্মাণ বাঁধাগ্রস্থ করতে চাই তাদের আমরা হুশিয়ারী করতে চাই, আপনারা জনগণের বিপক্ষে দাঁড়াবেননা।

তিনি বলেন, যে জণগন ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে ভয় পাইনি, সেই জণগন আপনার চোখ রাঙানি কিম্বা হুমকি ভয় পাইনা।

গাংনী পৌর সভার ড্রেন নির্মাণের প্রসঙ্গ টেনে সাকিল আহমাদ বলেন, পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে নির্মাণে আকাঁ বাঁকা সাপের মত করা হচ্ছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন “ বাড়ির সামনে ভাঙবোনা দাও টাকা, বাড়ির সামনে ড্রেন নির্মাণ না করে ড্রেন অন্যদিকে চাপিয়ে দেবো

দাও টাকা। যারা এসব কাজের সাথে জড়িত তাদের ফিরে আসার অনুরোধ করেন তিনি। তিনি বলেন, আপনারা জণগনের ও এলাকার উন্নয়নের বিপক্ষে দাঁড়াবেননা। আপনারা গাংনীর জণগন ও উন্নয়নের বিপক্ষে দাঁড়ালে প্রতিহত করবে।

তিনি তিনটি দাবী জানিয়ে বলেন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকাশ করুন রাস্তার পাশে আপনাদের যে জমিতে অবৈধ স্থাপনা রয়েছে কেনো ভাঙ্গা হয়নি? যেসব অবৈধ স্থাপনা রয়েছে অনতিবিলম্বে তা অপসারণ করতে হবে। আগামীকাল থেকে মুল রাস্তার কাজ শুরু হতে হবে। মুল রাস্তার কাজ শুরু হলে ইন্টারসেকশনের কাজ শেষ করতে হবে। এখানকার ব্যবসায়ীদের ফিরিয়ে আনতে হবে। কোনো প্রকার অনৈতিক সুবিধা না দিয়ে ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ সব ধরণের অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। সেখানে কেউ বাঁধা দিলে জণগনের সাথে তাঁদের লড়াই বাঁধবে। কেউ ভয় পাবেননা। ভয় পাওয়ার দিন শেষ। এখন পরিবর্তনশীল বাংলাদেশে পরিবর্তণ চাই। কোনো লেজুড়বৃত্তি ও চাঁদাবাজদের ভয় পাবেননা।

উল্লেখ্য, প্রায় সাড়ে ৬ শ কোটি টাকা ব্যায়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে হলেও গাংনী উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় এক শ মিটার রাস্তা নির্মাণ বন্ধ রয়েছে। ফলে এলাকার হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

আড়ম্বর পরিবেশে গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১১ টার সময় বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এই পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ

সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, মুনজুর হোসেন টকি।

বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নওশাদ আলীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত পরিচিতি সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির কোষাধ্যক্ষ মহিবুল ইসলাম পলাশ, গাংনী উপজেলা বিএনপির উপজেলা বিএনপির সহ কোষাধ্যক্ষ আজগর আলী, রেজানুর রহমান রাজন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি রেজাউল হক, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আনিসুল হক, ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, উপজেলা বিএনপির নেতা আব্দুল হান্নান, আব্দুল্লাহ শাওন,মেহেদী হাসান সম্রাট প্রমুখ।

এসময় নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করেন রাশিদুল ইসলাম সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক নওশাদ আলী।

গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক অশালীন কর্মকাণ্ড ও মাদক সেবনের আখড়া!

ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়ায় অবস্থিত ঐতিহাসিক নীলকুঠি। ১৮৫৯ সালে নির্মিত হয় ব্রিটিশদের হাত ধরে। কাজলা নদীর তীরে অবস্থিত ব্রিটিশদের নির্যাতনের সাক্ষী এই ভাটপাড়া নীলকুঠি।

প্রায় ২৭ একর জমির ওপর ২০১৭ সালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডিসি ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুতে এই পার্কটি বিনোদনের জন্য নির্মিত হলেও ধীরে ধীরে এখন এই পার্ক অপরাধকারীদের কাছে অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্কে নেই বিনোদনমূলক কোনো কিছুই। তবে এখন চলছে অসামাজিক এবং অশ্লীল কার্যকলাপ। পার্কের দায়িত্বে থাকা কয়েকজনের হাত ধরেই এই অশ্লীলতা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে বলে অনুসন্ধানে জানা যায়।

সরেজমিনে জানা যায়, পার্কের মধ্যে দিনের বেলায় চলছে দেহব্যবসা এবং রাতের বেলায় চলছে মাদকসেবন। পার্কের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় পার্কের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে এখন কোনো পর্যটকের পদচারণা নেই। দিন দিন অপরাধকারীদের আস্তানায় পরিণত হচ্ছে পার্কটি।

পার্কে প্রবেশের পর দেখা যায়, ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ককে জঙ্গলে ঘিরে রাখা হয়েছে। পার্কের মধ্যে বেশ কয়েকটি পয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে অশ্লীল ও অসামাজিক কাজের সুযোগ। স্থানভেদে সেখান থেকে নেওয়া হচ্ছে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত। পার্কের মধ্যে দেহব্যবসা হচ্ছে ফুলবাগানের মধ্যে থাকা ভূতের ঘরে, ‘আইসল্যান্ড’ নামক আরেকটি ঘর এবং মেইন সড়কের সাথে বাউন্ডারির পাশে ঘেঁষে থাকা জঙ্গলের মধ্যে ৮ থেকে ১০টি বেঞ্চ পাতানো হয়েছে সেখানে। যেখানে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ এবং স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ অসামাজিক অশ্লীল কার্যক্রমের সুযোগ করে দিচ্ছে পার্কের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা। বিনিময়ে নিচ্ছে টাকা। ইকোপার্কে সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় মাদকের রমরমা কারবার। ফুলবাগানের মধ্যে রাতভর চলে মাদকসেবনের আখড়া।

অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, পার্কের আইসল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা জামাল হোসেন এবং ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমন হোসেন টাকার বিনিময়ে এ-সমস্ত অপকর্মের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে পার্কের মধ্যে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে আইসল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা জামাল হোসেন বলেন, গাংনী ইকোপার্কের সাথে ডিসি ও ইউএনওর মানসম্মান জড়িত, তাই এ ব্যাপারে সবাই মাথা ঘামায় না। পার্কের মধ্যে অনেক কিছুই হচ্ছে কিন্তু কোনো কিছু লেখার কিংবা করার আগে আমাদের সাথে দেখা করেন।

ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমন হোসেনের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

ইকোপার্কের গেটের দায়িত্বে থাকা আসমাউল হুসনা বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই পার্কের পরিবেশ ঠিক হোক। এ সমস্ত অশ্লীল অসামাজিক কাজ ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমনের হাত ধরেই পার্কে শুরু হয়। সুমনের দেখাদেখি জামাল বিষয়টি শিখেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই পার্কে কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। আমরা চাই পার্কে সংস্কার কাজ হোক এবং বিনোদনের পরিবেশ ফিরে আসুক, তখন এগুলো ঠিক হয়ে যাবে।

সচেতন মহলের দাবি, গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে বিনোদনের পরিবেশ ফিরে আসুক এবং যারা এই সমস্ত অশ্লীল অসামাজিক কার্যকলাপ করছে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হোক।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমাতারা বলেন, পার্কটি ডিসি ও ইউএনও স্যারকে বিষয়টি অবগত করবো।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি সরেজমিনে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতক আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া সেই নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। গেল রাত আড়াইটার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট নিয়ে তার মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী জানান, ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুটির নাড়ি কাটা হয়নি। বাগানে ফেলে রাখায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। গেল দুদিন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ইনকিউবেটারে ছিল। গতকাল সন্ধ্যায় কিছুটা সুস্থ হওয়ায় শিশুটিকে আইসিইউতে রাখা হয়েছিল। তবে রাতে হঠাৎ প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুরে মটমুড়া গ্রামের একটি বাঁশবাগান থেকে সদ্য ভুমিষ্ঠ হওয়া কন্যা শিশুটিকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। গাংনী উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সহায়তায় তার চিকিৎসা চলছিল। পরিচয়বিহীন কন্যা শিশুটিকে দত্তক নিতে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে এখনও পর্যন্ত শিশুটির পিতামাতার পরিচয় মেলেনি।

শিশুটির দাফনের বিষয়ে গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী

জানান, শিশু কল্যাণ বোর্ডের সিদ্ধান্ত হলে তার দাফন সম্পন্ন করা হবে।

গাংনীতে ধানের শীষের পক্ষে বিএনপির মিছিল

মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নে বিএনপির উদ্যোগে ধানের শীষের পক্ষে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার কাজিপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে ধানের শীষের এ মিছিলের আয়োজন করা হয়।

ধানের শীষের পক্ষের এ মিছিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । এসময় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মোল্লা প্রমুখ।

এসময় কাজিপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড ভবানীপুর গ্রাম থেকে বেতবেরিয়া পর্যন্ত ধানের শীষের পক্ষে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে আলম সাধু দুর্ঘটনায় নিহত ১

মেহেরপুরের গাংনীতে আলম সাধুর ধাক্কায় সাইফুল রেজা ওরফে মহাজন
(৩৫) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন।

বুধবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের পোড়াপাড়া গ্রামের হঠাৎপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাইফুল রেজা পলিথিন, গ্রীস, গিয়ার অয়েল, মবিল ও হার্ডওয়ার সামগ্রীর পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি মেহেরপুর পুলিশ লাইনপাড়ার টুকু হোসেনের ছেলে।

ঘটনার পর স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনী ইসরাইল জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে উদ্ধার হওয়া নবজাতকের পাশে ইউএনও খায়রুল ইসলাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতক শিশুটির খোঁজখবর নেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো: খায়রুল ইসলাম।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে তিনি নবজাতকের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে প্রয়োজনীয় উপহার সামগ্রী তুলে দেন।

উদ্ধারকৃত নবজাতকটি সুস্থ আছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।